কপ-২৫ মাদ্রিদ জলবায়ু সম্মেলন ও নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা
প্যারিস চুক্তি পরবর্তী কর্মকাঠামো প্রনয়নে সরকারের কার্যকর অংশগ্রহন প্রয়োজন

আগামী ০২ থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে ইউএনএফসিসিসি’র (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) ২৫-তম কপ (COP- Conference of the Parties) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিনিধিসহ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ প্রায় কয়েক হাজার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেবেন। প্যারিস চুক্তি সম্পন্ন হবার পরবর্তী প্রেক্ষাপটে **কপ-২৫ বা চলতি জলবায়ু আলোচনা সবার কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কারন হচ্ছে, এই আলোচনায় প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের প্রধান বিষয় অর্থাৎ গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা বা NDC (Nationally Determined Contribution) অর্জনের জন্য প্যারিস চুক্তির বিভিন্ন ধারা ও সেগুলোর বাস্তবায়ন নীতিমালা (Guide line) এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন কাঠামো (Reporting Framework) প্রনয়ন ও চুড়ান্ত করা হতে পারে।** এখানে উল্লেখ্য যে, NDC’র লক্ষ্য অর্জনে প্যারিস চুক্তির ধারা-৬ (Article-6) এর বাস্তবায়ন কাঠামো সকলের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন, পাশাপাশি চলতি আলোচনায় WIM এর (Warsaw International Mechanism on Loss & Damage) কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হবে এব পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, অতি বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের মৌলিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসাবে ক্ষয়-ক্ষতি ইস্যু এবং এর বাস্তবায়ন ও অর্থায়ন বিষয়েও অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। সুতরাং সেদিক থেকে কপ-২৫ জলবায়ু আলোচনা আমাদের সরকারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বলে আমরা মনে করি। আমরা বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষে (সরকারের বাইরে থেকে) যারা দীর্ঘদিন ধরে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম এবং জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনের কাঠামো সনদের (UNFCCC) প্রক্রিয়াতে কাজ করছি, সেসকল নেটওয়ার্ক সমূহ একত্রিত হয়ে আলোচনা এবং ঐকমতের ভিত্তিতে আসন্ন অনুষ্ঠিতব্য কপ ২৫ জলবায়ু সম্মেলনে আমাদের দেশ থেকে করণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে কয়েকটি মূল ইস্যুকে তুলে ধরছি;

১. বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় সরকারের কার্যকর অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে

প্রশ্ন উঠতে পারে, চুক্তি হয়ে যাবার পরে কথা বলার সুযোগ কোথায়? হতে পারে প্যারিস চুক্তির পরে নতুন করে দাবি করা বা দর কষাকষির সুযোগ নেই, তবে **চুক্তিটির বেশ কিছু আর্টিকেল বা ধারা বিশদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে এবং সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে সংগায়ীত করা, বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা তৈরী এবং সেগুলোর আলোকে অতি বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের স্বার্থসমুহ কি হতে পারে তা নিয়ে কাজ করার সুযোগ সরকারের রয়েছে।** সে সুযোগ কাজে লাগাতে হলে সরকারকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ বিবেচনায় আনতে হবে এবং কাজ করতে হবে বলে আমরা মনে করি;

ক. বিভিন্ন কমিটিতে অংশগ্রহনের বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কোন প্রস্তাবনা আছে কিনা তা প্রশসাপেক্ষ

উল্লেখ্য যে প্যারিস চুক্তির কর্মকৌশল বা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াসমুহ চুড়ান্তকরনের উদ্দেশ্যে UNFCCC এর বিভিন্ন কর্মকমিটি (Working Group) আছে এবং **তারা কৌশল চুড়ান্তকরনের বিষয় নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু সেখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অংশগ্রহন বা অংশগ্রহনের জন্য কোন প্রস্তাবনা বা Submission আছে কিনা তা আমাদের কাছে আসলে পরিষ্কার নয়।** আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে, সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ক দৃশ্যমান তেমন কোন জোড়ালো প্রস্তুতি নেই। আমরা মনে করি এ সংক্রান্ত আলোচনায় এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বার্থে কথা বলার জন্য ও জোড়ালো ভূমিকা রাখতে হলে সরকারকে অবশ্যই UNFCCC এর বিভিন্ন কর্মকমিটিগুলোতে সক্রিয় অংশগ্রহনের প্রয়োজন রয়েছে।

খ. জলবায়ু আলোচনায় সরকারের অগ্রাধিকার দলভূক্তির (Negotiation Grouping) কৌশল

সরকার বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় দেখাতে আন্তর্জাতিকভাবে বেশী পছন্দ করছেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে জোড়ালোভাবে প্রদর্শন করছেন। আমরা সরকারের এই প্রপোগান্ডার বিরোধীতা করছি না তবে এটার একটা প্রভাব বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনায় থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রে দরকষাকষিতে অতি বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল হওয়ার একটা আশংকা রয়েছে। কারন দরকষাকষিতে উন্নয়নশীল দেশ এবং অতি বিপদাপন্ন দেশসমুহের চাহিদা ও দাবীসমুহ ভিন্ন। সুতরাং সরকারকে এ বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে বলে আমরা মনে করি এবং জলবায়ু আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশসমুহের (LDC Group) দলভূক্ত থেকে নিজেদের দাবীসমুহ নিয়ে সমঝোতার কৌশল অবলম্বন করা অধিকতর কার্যকর হতে পারে।

২. অগ্রাধিকারভিত্তিক সমঝোতা বিষয়সমুহ ও সরকারের অবস্থান

ক. বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫° সেঃ এর নিচে রাখার জন্য ধনী দেশসমুহকে তাদের স্ব-প্রণোদিত লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্বি করার দাবী তুলতে হবে

“প্যারিস চুক্তির” মূল স্তম্ভ হচ্ছে ‘গ্রীন হাউজ গ্যাসের উদগীরন’ এর ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক পথরেখাকে এমনভাবে প্রণয়ন করা যাতে পৃথিবীর উষ্ণতা শিল্প বিপ্লব-পূর্ব তাপমাত্রা থেকে ২°সে. অথবা ১.৫°সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে। এখনো

পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো কর্তৃক ঘোষিত ২০৩০ এর মধ্যে নির্গমনহ্রাসের যে প্রতিশ্রুতি (NDC) UNFCCC সচিবালয়ে জমা হয়েছে, তা পৃথিবীর উষ্ণতা (শিল্পবিপ্লব-পূর্ব) ২°সে. বৃদ্ধির মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টাকে কোনভাবেই সমর্থন করে না, বরং এটি ২০৩০ এর মধ্যে ৫২-৫৮ গিগাটন কার্বন নির্গমনের বিষয়টি নিশ্চিত করে। **বাংলাদেশকে এ বিষয়ে কথা বলতে হবে এবং সর্বশেষ IPCC’র বিশেষ প্রতিবেদন এবং তাদের সুপারিশ অনুসারে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫°সে. বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে অবশ্যই ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমনের কমপক্ষে হার ৪০-৫০% কমাতে হবে এবং ২০৭৫ সালের মধ্যে “শুন্য গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন” (Zero Emission) হার অর্জন করতে হবে**। সর্বশেষ IPCC’র প্রতিবেদনে বিজ্ঞানীরা এটাও বলেছেন যে, **বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে গৃহীত “শুন্য গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন” হার পথ-কৌশল এবং ২.০ সেলসিয়াসের জন্য গৃহীত পথ-কৌশল আসলে একই হবে**। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান হবে’ UNFCCC এর সকল পার্টি বিশেষ করে ধনী দেশসমুহের “প্রশমন উচ্চাকাংখা” (Mitigation Ambition Target) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির দাবী করা।

খ. NDC বাস্তবায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা অজর্নের UNFCCC এর অধীনে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহতামূলক বাজার ব্যবস্থা নীতিমালা প্রয়োজন

প্যারিস চুক্তির ধারা ৬.৩ এ NDC বাস্তবায়ন ও লক্ষমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ধনী দেশসমুহ স্বেচ্ছামূলক সহযোগীতার (Voluntary Cooperation) কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে কোন দেশ তার নিজ দেশে অর্জিত প্রশমন কার্যের ফলাফল (Mitigation Outcome) অন্য দেশে স্থানান্তর বা কেনা-বেচা করতে পারবে। অর্থাৎ একটি বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে NDC বাস্তবায়ন ও লক্ষমাত্রা অর্জনের চেষ্টা করা। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে, **বাজার ব্যবস্থার ধারক-বাহক এবং নিয়ন্ত্রক হচ্ছে ধনী দেশসমুহ যারা মূলত দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশসমুহ থেকে তাদের বাস্তবায়িত প্রশমন কার্যের ফলাফল ক্রয় করার মাধ্যমে নিজেদের অর্জন বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে।**

কিন্তু এখানে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, ধনী দেশগুলো বাজারভিত্তিক NDC বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা ও সমঝোতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এ ধরনের সমঝোতা কৌশল আসলে স্বল্পোন্নত ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশসমূহকে তাদের স্বার্থের বাইরে অথবা স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন নয় এমন সব কর্মকান্ড চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে এবং কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। যেমন, প্যারিস চুক্তিতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ ২০2০ সালের মধ্যে NDC বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ন করবে, তবে সে সকল কৌশলগত ক্ষেত্রে এখনো কোন ঐকমত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশসমুহকে নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে। এই “মানিয়ে নেওয়ার” শর্তটি অত্যন্ত বিপদজ্জনক। কারন NDC এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নীতি হচ্ছে উন্নয়নের জন্য জীবাশ্ন-জ্বালানীর ব্যবহার হবে শর্তহীন এবং এখানে মানিয়ে নেওয়ার কোন বিষয় নেই। কিন্তু ২০2০ সাল পরবর্তী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি একটি শর্তাকারে বাংলাদেশের মত দেশগুলোকে চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং তা মানতে হবে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েই।

সুতরাং **বাজারভিত্তিক NDC বাস্তবায়ন এবং Mitigation Outcome স্থানান্তরের ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা ও সমঝোতার বিষয়টিকে বিরোধীতা করার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই একটি বহু-পাক্ষিক এবং UNFCCC প্রক্রিয়ার মধ্যে সুনিদৃষ্ট করার প্রস্তাব করতে হবে যেখানে অর্জিত প্রশমন কার্যের ফলাফল স্থানান্তর হতে পারে রাষ্ট্রের টেকসই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়গুলো নিশ্চিত করে**। কারন প্যারিস চুক্তির ধারা ৬.৪ এ এই কথাটিই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

গ. স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তন মোকবেলার প্রশমন ও অভিযোজন উভয় খাতেই অনুদানভিত্তিক অর্থায়ন জরুরী

কপ-১৬ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মসুচিতে অর্থায়ন করার প্রতিশ্রুতি হিসাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ২০১২ সালের পর **প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার করে ২০2০ সাল পর্যন্ত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও ধনী দেশগুলোর অনাগ্রহের কারনে তা আসলে বাস্তবায়ন হচ্ছে না,** এমনকি প্যারিস চুক্তিতে দায়ীত্বশীল অর্থায়নের বিষয়টি সম্পুর্নভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

অর্থায়নের বিষয়ে ধারা ৯ এ’ অধিকতর (Scaled-up) আর্থিক সহযোগিতার (প্যারা ৪) কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত ও বিপদাপন্ন রাষ্ট্রগুলকে পাবলিক অর্থ বা অনুদান দেবার কথা বলা হলেও তা নতুন বা অতিরিক্ত হবে কিনা তা চুক্তিতে স্পষ্ট করা হয়নি। অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রশমনের উদ্দেশ্যে NDC বাস্তবায়ন এবং অভিযোজন উভয় ক্ষেত্রেই অনুদান ভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিয়ে কাজ সরকারকে করতে হবে বলে আমরা মনে করি।

দ্বীতিয়ত; সবুজ জলবায়ু তহবিলের (GCF) অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আমরা নাগরিক সমাজ এমনকি সরকারী বেসরকারী সকল স্টেকহোল্ডোরদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। **সে প্রেক্ষাপটে বিপদাপন্ন দেশসমুহের জন্য অর্থায়নের উদ্দেশ্যে সবুজ জলবায়ু তহবিলের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে হবে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকল্প চুড়ান্তকড়ন ও অর্থ ছাড়ের বিষয়সমুহ নিশ্চিত করতে হবে।**

তৃতীয়ত; সবুজ জলবায়ু তহবিলের (GCF) অর্থ বিতরন কৌশলেও অসাম্যতা প্ররিলক্ষিত হচ্ছে। প্যারিস চুক্তিতে বলা হয়েছে প্রশমন এবং অভিযোজন উভয় খাতেই অর্থ বরাদ্দ হতে হবে সমান সমান অর্থাৎ কমপক্ষে ৫০% অর্থ অভিযোজন খাতে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু সর্বশেষ তথ্য বলছে GCF এক্ষেত্রে দ্বী-মূখী নীতি অনুসরন করছে, কারন মাত্র **মোট বরাদ্দের মাত্র ২৪% অর্থ অভিযোজন খাতে ছাড় করা হয়েছে। আর এটা হয়েছে এ কারনেই যে অভিযোজন কর্মসুচিতে তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে GCF**

এর কঠীন শর্তসমুহ এবং প্রকল্প অনুমোদনের দীর্ঘসূত্রীতা সর্বপোরি স্বল্পোন্নত ও বিপদাপন্ন দেশসমুহের ক্ষেত্রে তহবিলে অংশগ্রহন কঠিন করে তুলছে। আমরা মনে করি সরকারের এ বিষয়ে কথা বলতে হবে তা হতে হবে বেশ প্রস্তুতি নিয়েই।

ঘ. ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়টি কোন প্রকার ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নয় বরং ক্ষতিপূরন পাওয়ার অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে

আমরা লক্ষ্য করছি ২০১৩ সালে (কপ-১৯) ক্ষয়-ক্ষতি (Loss and Damage-L&D) বিষয়টি নিয়ে WIM প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ পাচঁ বছর অতিবাহিত হলেও WIM কমিটির কাজের অগগ্রতি সন্তোষজনক নয়। এর পেছনে অবশ্য ধনী দেশগুলোর অব্যাহত বাধার বিষয়টি রয়েছে। তাদের কারনে ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে কোন প্রকার সমঝোতায় আসা সম্ভব হচ্ছে না। বরং **ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়টি নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানীসমুহের ব্যবসা ও মুনাফা করার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ধনী দেশগুলো তথাকথিত বীমা ব্যবস্থা (Insurance Mechanism) প্রনয়নের জন্য কমিটির মাধ্যমে স্বল্পোন্নত ও বিপদাপন্ন দেশগুলোর উপর চাপ দিয়ে যাচ্ছে। জলবায়ু তাড়িত দেশগুলোতে এ ধরনের বীমা ব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই গ্রহনযোগ্য হবে না কারন তাদের বীমা প্রদানের কোন আর্থিক সক্ষমতা নাই।**

আসন্ন জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-২৫) এটি নিয়ে কাজ করার এজেন্ডা রয়েছে এবং WIM এর অগ্রগতি পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে। সরকারকে এই সুযোগ গ্রহন করতে হবে। যেহেতু সরকার “Loss and Damage” নিয়ে প্রথম থেকেই আলোচনায় অংশগ্রহন করছে, সেক্ষেত্রে আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহের উপর সরকারের অবস্থান নেওয়ার সুপারিশ করছি;

- UNFCCC প্রক্রিয়ার মধ্যে রেখে WIM কে L&D বিষয়ক পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানটি হবে পূর্নমাত্রায় বাস্তবায়নকারী। অর্থাৎ WIM এর মাধ্যমেই স্বল্পোন্নত ও বিপদাপন্ন দেশসমুহের চাহিদা নিরূপন, কর্ম পরিকল্পনা গ্রহন, অর্থায়ন সহ তত্বাবধানের সকল বিষয়সমুহ বাস্তবায়ন করা হবে।

- ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়টি আর্থিকভাবে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে একটি Dedicated L&D management Fund গঠন করতে হবে এবং ধনী দেশসমুহ সেখানে অর্থায়ন করবে। সকল ধনী দেশসমুহকে সেখানে একটি নিদৃষ্ট পরিমান অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচুত্যি বিষয়টি অবশ্যই UNFCCC প্রক্রিয়ার মধ্যে রেখেই এর বাস্তবায়ন কৌশল নিশ্চিত করতে হবে

জলবায়ু পরিবর্তনতাড়িত বাস্তুচ্যুতি (দেশের মধ্যে, সীমানা অতিক্রম করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে) নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করছি। আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করতে চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ এ কোপেনহেগেন সম্মেলনে (কপ-১৫) বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫° সে. এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তন তাড়িত বাস্তুচুত্যি এর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়ে সঠিক এবং সময় উপযোগী বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে কানকুন ফ্রেমওয়ার্কে মাইগ্রেশন এর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। **ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে জলবায়ু পরিবর্তন তাড়িত বাস্তুচুত্যি ও মাইগ্রেশন ইস্যুটি যেখানে জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে, সেখানে জলবায়ু আলোচনায় বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে**। আমরা নাগরিক সমাজ এ বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করছি এবং একই সাথে জানাতে চাই যে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি আলাদাভাবে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে এবং এটি UNFCCCতে আলোচনা করে এই প্রক্রিয়ার আওতাতেই বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোর পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহন করার দাবি জানাচ্ছি (বিশেষ করে প্যারিস চুক্তির ধারা ৮ অনুসারে)। **আমরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক ক্রস-বর্ডার মাইগ্রেশন এর সুযোগ (Preferential Facilitated International Migration) এবং দেশীয় পর্যায়ে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে UNFCCC প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহযোগিতা নিশ্চিত করার দাবী করছি।**

ঙ. সমঝোতা প্রক্রিয়াতে সরকারের সাথে নাগরিক সমাজকেও যুক্ত করা প্রয়োজন

আমরা কপ ২৫এ অংশগ্রহনকারী সরকারি ডলিগেশন এর ভিতরে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে অভিজ্ঞ সদ্যসদের অধিকতর সংখ্যায় অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাচ্ছি। কারন অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ অন্যান্য আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থানকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সমর্থন পেতে সহায়তা করেছে, দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে, সর্বোপরি সরকার ও নাগরিক সমাজরে যৌথ প্রচেষ্টা দেশের জন্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিবিভন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণে সযোগ সৃষ্টি করেছে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ

এন অরগানাইজেশন ফর সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলড়মেন্ট (এওসেড), কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল ট্রান্সফরমেশন (কোস্ট) ট্রাস্ট, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ (সিডিপি), ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল), সেন্টার ফর পারটিসিপেটরি রিসার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি), বাংলাদেশ ক্লাইমেট জার্নালিষ্ট ফোরাম (বিসিজেএফ) এবং ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি)

যোগাযোগ: ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ, বাংলাদেশ, সচিবালয়: বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি (২য় তলা), সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭।
ফোন: +৮৮-০২-৫৮১৫০০৮২, ৮১৫৪৬৭৩, ইমেইল: info@equitybd.net, ওয়েব: www.equitybd.net